সালাফ সিরিজ-২

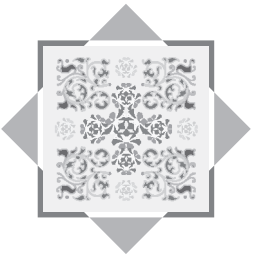

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ইমাম গাজালি

رحمه الله

জীবন ও কর্ম

ইমাম গাজালি রাহ.

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
অনুবাদ : আবু আব্দুল্লাহ আহমদ
সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৮০, US $ 6. UK £ 4

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, বইবাজার, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Imam Gazali Rah.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অনুবাদকের কথা

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিগণের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।

আমাদের দেশে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে তাসাওউফপন্থি ধর্মীয় ব্যক্তিগণের ভূমিকা অনেক। সে সুবাদে আকাবির-আসলাফের মধ্যে যাঁরা সুফিতত্ত্বের চর্চা করেছেন, তাঁরাই এতদঞ্চলে বেশি চর্চিত ও আদৃত হয়েছেন। দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ গাজালি রাহিমাহুল্লাহ সম্ভবত এ কারণেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। ধর্মীয় বলয়ে তাঁকে চেনে না বা অন্তত তাঁর ব্যাপারে শোনেনি এমন কেউ নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। মুসলিম দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি ও স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে ধর্মীয় বলয়ের বাইরেও তিনি সুপরিচিত। সব মিলিয়ে তিনি আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশিদের কাছে 'পরিচিতমুখ'।

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, তাঁর জীবন, কর্ম ও অবদানের যথাযথ রূপ আমাদের ভাষায় চিত্রিত হয়নি। বাংলাভাষা তার সন্তানদের কাছে ইমাম গাজালিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছে, তা থেকে ইমাম গাজালি বলতেই বাঙালির মানসপটে এক সাদাসিধা সুফিসাধকের চেহারা ভেসে ওঠে। ফলে তাসাওউফবিরোধীদের একটা অংশ তাঁকে একটু বাঁকা চোখে দেখে। সে যা-ই হোক, ইসলামি সাম্রাজ্যে তাঁর অনস্বীকার্য অবদান এবং ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকার কথা কিন্তু অধিকাংশেরই অজানা!

সেই অজানাকে জানাতেই কালান্তর নিয়ে এসেছে *ইমাম গাজালি রাহ. : জীবন ও কর্ম* নামক এই পুস্তিকা, যা মূলত সমকালীন বিশ্বের প্রথিতযশা আলিম ও ইতিহাসবিদ ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি হাফিজাহুল্লাহর *আল ইমাম আল গাজালি* বইয়ের অনুবাদ। তিনি তাঁর সকল লেখায় ইতিহাস ও ইতিহাসের বরপুত্রদের

যে আঙ্গিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন, এ পুস্তিকাতে সেভাবেই ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর জীবন, কর্ম ও অবদান যথাযথরূপে তুলে ধরেছেন। এ পুস্তিকা পড়ে মানুষ ইমাম গাজালিকে নতুনভাবে চিনবে, প্রকৃত গাজালিকে চিনবে—ইনশাআল্লাহ।

লেখালেখি ও অনুবাদের সাথে আমার পরিচয় ও অভিজ্ঞতা ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে; তবে এটিই আমার প্রথম অনূদিত বই। এর পেছনে কষ্ট আর বোকামির ইতিহাস আছে কিছু। তা কখনো কাউকে বলতে চাই না। তবে যারা আমাকে এই কষ্ট ও বোকামির জগৎ থেকে বের করে এনেছেন, তাদের কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে।

তাদের একজন আমার পরম শ্রদ্ধেয় 'বড় ভাই'। একাডেমিক পড়াশোনায় তাঁর দারসে বসিনি বলে 'উসতাজ' বললাম না। তবে উসতাজের প্রচলিত অর্থ না নিয়ে প্রকৃত অর্থ নিলে নিঃসংকোচে তাঁকে উসতাজ বলা যায়। তাঁর ইখলাস ও প্রচারবিমুখতাগুণের প্রতি সম্মান রেখে নামটি মনের মাঝেই রেখে দিলাম। অন্তর্যামী নামটি জানেন। তিনিই তাঁকে যথাযোগ্য প্রতিদান দেবেন। আরেকজন হলেন কালান্তরের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ। তাঁর কাছে আমি ঋণী। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

অনুবাদ নির্ভুল করতে এবং মূল বইয়ের আবেদন ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি। তবু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি কোনো ভুল চোখে পড়ে, ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখবেন এবং প্রকাশনীকে অবহিত করবেন। এটাকে অনেক বড় অনুগ্রহ মনে করব। বইটি সম্পাদনা করেছেন আবুল কালাম আজাদ। প্রুফ-সমন্বয় করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত ও ইলিয়াস মশহুদ। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে বইটির গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তা কামনা করে এবং পরকালে মুক্তির মাধ্যম হওয়ার আশা রেখে লেখার ইতি টানছি।

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ
হীলা, টেকনাফ।
৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

ধারাক্রম

ভূমিকা ——— ৯

পারিবারিক পরিচয় ও বেড়ে ওঠা ——— ১৫

এক : নাম ও বংশধারা ১৫
দুই : জন্মবৃত্তান্ত ও বেড়ে ওঠা ১৫
তিন : জ্ঞান অর্জনে তাঁর চেষ্টা ও সাধনা ১৬
চার : ইমামুল হারামাইনের শিষ্যত্ব গ্রহণ ১৭
পাঁচ : বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপক হিসেবে যোগদান ১৮
ছয় : ইমাম গাজালির শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি লাভের কারণ ১৯
সাত : জীবনের গতিপথ বদলে দেওয়া বিপ্লব ১৯
আট : অধ্যাপনার জগতে প্রত্যাবর্তন ২৩
নয় : রচনাকাল হিসেবে ইমাম গাজালির গ্রন্থাবলি ২৫

ইমাম গাজালি ও বাতিনি মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ——— ২৭

এক : *ফাজায়িহুল বাতিনিয়া* গ্রন্থের বিন্যাস ২৮
দুই : *ফাজায়িহুল বাতিনিয়ার* সারবস্তু ২৯
তিন : গাজালির রচনায় রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ৩৩

দর্শন ও দার্শনিকদের ব্যাপারে গাজালির অবস্থান ——— ৩৭

এক : ইমাম গাজালির দর্শনপাঠ ৩৮
দুই : দর্শনের বুকে গাজালির চূড়ান্ত আঘাত ৪১
তিন : *তাহাফুতুল ফালাসিফার* প্রভাব ৪৬
চার : দর্শনজগতে ইমাম গাজালির সংস্কারের ফল ৪৭
পাঁচ : আকল (বিবেক) ও নকলের (শরিয়ত) ব্যাপারে গাজালির দৃষ্টিভঙ্গি ৪৮
ছয় : সেলজুক আমলে সুন্নি চিন্তাধারার বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় ৫০

ইমাম গাজালি ও ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব) ——— ৫১

ইমাম গাজালি ও তাসাওউফ ——— ৫৭

এক : ইমাম গাজালির তাসাওউফচর্চার সূচনাকাল ৬০
দুই : গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সারবস্তু ৬১
তিন : শায়খ বা আধ্যাত্মিক মুরব্বি ছাড়া তাসাওউফ-সাধনা ৬৪
চার : ইমাম গাজালি কর্তৃক সুফিদের সমালোচনা ৬৫
পাঁচ : তাসাওউফশাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান ৬৯

সংস্কার ও ইসলামি পুনর্জাগরণে গাজালির অবদান ——— ৭৪

এক : গাজালির সংস্কারপদ্ধতি ৭৪
দুই : গাজালির সংস্কার-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৭৪
তিন : ইসলামি সমাজের ব্যাধি শনাক্ত করে প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা ৭৬
চার : ইমাম গাজালির সংস্কারকর্মের অঙ্গনসমূহ ৮৮

ইমাম গাজালি ও ইলমুল হাদিস ——— ১০৪

ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন ——— ১০৭

ক্রুসেডার-আগ্রাসনের ব্যাপারে গাজালির অবস্থান ——— ১১৩

ইলজামুল আওয়াম : জীবনের পড়ন্তবেলায় অনন্য সৃষ্টি ——— ১২০

কুরআন ও সহিহ হাদিসের প্রতি গাজালির আত্মনিয়োগ ——— ১২৪

শেষবিদায় ——— ১২৬

ভূমিকা

আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, যিনি গোটা সৃষ্টিজগতের মহান স্রষ্টা এবং প্রকৃতির একমাত্র ব্যবস্থাপক। বিশ্বের মানুষকে যিনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন এবং অন্য সব ভাষার ওপর আরবিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যিনি আলিমগণকে জান্নাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

হে আল্লাহ, দুরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন বিশ্বমানবতার নেতা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর অনুচর ও পরিবারবর্গের ওপর। দুরুদের ওসিলায় আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন। স্বাদ-জগতের শ্রেষ্ঠ স্বাদ আমাদের আস্বাদন করান এবং ততদিন পর্যন্ত সেই স্বাদ জারি রাখুন, যতদিন জমিন ও আসমানের অস্তিত্ব টিকে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

> আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সুরা ফাতির : ২৮)

রাসুল ﷺ বলেছেন,

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

> তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্নজনের ওপর আমার মর্যাদা যেমন, একজন (অজ্ঞ) ইবাদতগুজারের ওপর একজন আলিমের মর্যাদা তেমন।

অতঃপর তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ

> ইমাম গাজালি রাহ.

আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমান-জমিনের সকল মাখলুক—এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও সমুদ্রের মাছ সেই ব্যক্তির জন্য দুআ করতে থাকে, যে লোকদের কল্যাণ শিক্ষা দেয়।[১]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *দাওলাতুস সালাজিকাহ ওয়াল মাশরুয়িল ইসলামি লিমুকাওয়ামাতিত তাগালগুলিল বাতিনি ওয়াল গাজওয়িস সালিবি* গ্রন্থের একটি অংশ। এ গ্রন্থে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও কীর্তিমান মনীষী ইমাম গাজালির জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে, যিনি মুসলিম সাম্রাজ্যে বিষফোঁড়া হয়ে ওঠা বাতিনি ফিতনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

এ গ্রন্থে আমি সে যুগের জ্ঞানশিক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র নিজামিয়া মাদরাসার কীর্তিমান অধ্যাপক ইমাম গাজালির জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি। সেলজুক সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদরাসা ছিল জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি সালতানাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিল।

এ গ্রন্থে আমি ইমাম গাজালির জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে জ্ঞান অর্জনে তাঁর চেষ্টা ও অধ্যবসায়, ইমামুল হারামাইনের শিষ্যত্ব গ্রহণ, বাগদাদের নিজামিয়ায় অধ্যাপক হিসেবে যোগদান, তাঁর উন্নতি ও খ্যাতি লাভের কারণসমূহ, তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেওয়া বিপ্লব, শিক্ষকতা জীবনে প্রত্যাবর্তন, সময়কাল হিসেবে তাঁর রচনাবলির বিবরণ, বাতিনি শিয়াদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব, দর্শন, দার্শনিক, কালামশাস্ত্র ও তাসাওউফ সম্পর্কে তাঁর অবস্থান, তাঁর সংস্কারনীতি এবং সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এ ছাড়াও তাঁর সংস্কার কর্মসূচির অঙ্গানসমূহ, শিক্ষা ও তারবিয়াতের জন্য তাঁর প্রণীত পাঠ্যক্রম, ইসলামি আকিদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, অত্যাচারী শাসকের সমালোচনা, সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত, বিকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে কলম ধরেছি। পাশাপাশি চিন্তার শুদ্ধিকরণে তাঁর ভূমিকা, অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর প্রতি আহ্বান এবং সালাফের মানহাজ আঁকড়ে ধরার দাওয়াত নিয়ে তিনি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। ক্রুসেড সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কী ছিল, তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা সংযুক্ত করেছি এ গ্রন্থে।

১ *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬৮৫।

পরিশেষে, আল্লাহর সব নিয়ামতের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। দুআ করি, আমার এ কর্মকে যেন তিনি নিষ্ঠাপূর্ণ করেন এবং কিয়ামতের দিন আমার পুণ্যকর্মের ভান্ডারে সংযুক্ত করে নেন—যেদিন না সম্পদ কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি। সেদিন একমাত্র সে-ই উপকৃত হবে, যে নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি

পারিবারিক পরিচয় ও বেড়ে ওঠা

এক. নাম ও বংশধারা

পৃথিবীতে ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে সুন্দর, সাবলীল ও সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরতে যে কজন মনীষী কাজ করে গেছেন, তাঁদের অন্যতম একজন হলেন ইমাম গাজালি। ইসলামি গবেষণাজগতের দিকে তাকালে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শায়খ, ইমাম, দার্শনিক, হুজ্জাতুল ইসলাম, যুগের বিরল প্রতিভা জায়নুল আবিদিন আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ তুসি শাফিয়ি গাজালি। বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং আশ্চর্য মেধার অধিকারী।[২] তাঁর বাবা তাঁতি (গাজ্জাল) ছিলেন বলে তাঁর নামের পাশে গাজ্জালি উপাধিটি যুক্ত হয়। আরেক সূত্রমতে, তুস নগরীর গাজালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর উপাধি হয় গাজালি। ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় উপাধিই সঠিক ও যথার্থ।

দুই. জন্মবৃত্তান্ত ও বেড়ে ওঠা

ইমাম গাজালি ৪৫০ হিজরি সনে ইরানের তুস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র ও নেককার লোক। হাতের কাজই ছিল তাঁর উপার্জনের মাধ্যম। চরকায় সুতো কেটে তা তুসের বাজারে বিক্রয় করতেন। অবসর সময়ে তিনি আলিমদের মজলিসে বসতেন। তাঁদের নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁদের খিদমত করতেন। তাঁদের প্রতি সদাচরণ এবং তাঁদের কথা অনুধাবনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। যখনই তাঁদের কথা শুনতেন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে এমন একটি সন্তানের মিনতি করতেন, যাকে তিনি ফকিহ ও দায়ি বানাবেন। আল্লাহ তাঁকে আবু হামিদ ও আহমাদ নামে দুটি সন্তান দিলেন।[৩] তবে নিয়তি তাঁকে তাঁর আশার পূর্ণতা ও দুআর প্রতিফলন দেখে যাওয়ার মতো সময়

২ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৮/৩২২-৩২৩।

৩ *ওয়াফায়াতুল আইয়ান* : ১/২০৭; *আত-তাসাওউফ বাইনাল গাজালি ওয়াবনি তাইমিয়াহ* : ৪৬।

দেয়নি। আবু হামিদ গাজালি কৈশোরে পদার্পণের পূর্বেই তাঁর পিতা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। কিন্তু আবু হামিদের মা তখনো বেঁচে ছিলেন। তিনি মর্যাদার গগনে সন্তানের সূর্যের উদ্ভাস দেখেছেন। দেখেছেন সে যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানকেন্দ্রে ছেলেকে অধিষ্ঠিত হতে।[৪]

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পিতা তাঁদের দুই ভাইয়ের ব্যাপারে তাঁর এক সুফিবন্ধুকে অসিয়ত করলেন যে, অক্ষরজ্ঞান শিখতে না পারায় আমার আফসোসের অন্ত নেই। সেই অপূর্ণতা এই দুই সন্তানের মাধ্যমে আমি পূরণ করতে চাই। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার উভয় ছেলেকে পড়াবে। তাদের জন্য আমি যে সম্পদ রেখে যাচ্ছি, সবটুকুই তুমি এ কাজে নির্দ্বিধায় ব্যয় করবে।

পিতার মৃত্যুর পর সুফিবন্ধুটি তাদের দুই ভাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। একসময় পিতার রেখে যাওয়া সম্পদটুকু তাদের শিক্ষার পেছনে শেষ হয়ে যায়। ফলে তাদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা সুফির জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের জন্য যা ছিল তোমাদের পেছনে সব খরচ হয়ে গেছে। আর দেখতেই পাচ্ছ, আমি একজন গরিব লোক—তোমাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর মতো সম্পদ আমার নেই। তাই মাদরাসায় ভর্তি হওয়াটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ মনে করছি। তোমরা যেহেতু শিক্ষার্থী, সেহেতু তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' দু-ভাই তা-ই করলেন।

এটাই ছিল তাদের সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান কারণ। ইমাম গাজালি এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন, 'আমরা গাইরুল্লাহর জন্য ইলম অর্জন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু ইলম তা অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে গেল।'[৫]

তিন. জ্ঞান অর্জনে তাঁর চেষ্টা ও সাধনা

গাজালি শৈশবে নিজ শহর তুসে ফিকহের কিছু অংশ তাঁর উসতাজ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আর রাজকানি[৬] রাহ.-এর নিকট পড়লেও তুসে তাঁর প্রথম উসতাজ ছিলেন ইউসুফ আন নাসসাজ রাহ.। নিজ শহরে কিঞ্চিৎ ফিকহি জ্ঞান অর্জনের পর তিনি জুরজানে পাড়ি জমান এবং সেখানে আবু নাসর ইসমাইলির

৪ *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ* : ৬/১৯৩-১৯৪, ঈষৎ পরিবর্তিত।

৫ *আল-ইমাম আল-গাজালি*, সালিহ শামি : ১৯।

৬ রাজকান তুসের নিকটবর্তী একটি ছোট শহর।